239

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... APR 27 2000 ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম ...

এইচএসসি পরীক্ষা

আজ দেশের ৫টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০০০ সালের এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। এবার মোট ৫ লাখের ওপর ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে বলে জানা গেছে। এর মধ্যে ঢাকা বোর্ডে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১ লাখ ৫২ হাজার, রাজশাহী বোর্ডে ১ লাখ ৪৫ হাজার, যশোর বোর্ডে ৯৩ হাজার ৩শ' ৬০ জন, কুমিল্লা বোর্ডে ৮৪ হাজার ৭শ' ৮৮ জন এবং চট্টগ্রাম বোর্ডে ৩০ হাজার পরীক্ষার্থী রয়েছে। পরীক্ষা গ্রহণের সকল প্রস্তুতি ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে জানানো হয়েছে। সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নকলমুক্ত পরীক্ষা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকাশিত খবর থেকে জানা গেছে, পরীক্ষা চলাকালে কোনো কেন্দ্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে ঐ কেন্দ্রের কার্যক্রম স্থগিত করে পার্শ্ববর্তী কেন্দ্রে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হবে। পরীক্ষা চলাকালে কোনো শিক্ষক নিয়ম বহির্ভূত কোনো কাজে জড়িত হলে বা নকল করার সময় সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান করলে তার বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নকল সরবরাহের সঙ্গে জড়িত কাউকে গ্রেফতার করা হলে সঙ্গে সঙ্গে কারাগারে প্রেরণ করা হবে। এছাড়া পরীক্ষা চলাকালে প্রতিটি কেন্দ্রের চারদিকে ২শ' গজের মধ্যে ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকবে এবং পরীক্ষার্থী ও পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছাড়া কাউকে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। মোট ২শ'টি কেন্দ্রকে এবার নকলপ্রবণ বলে সনাক্ত করা হয়েছে। ঐসব কেন্দ্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের বিশেষভাবে তৎপর রাখা ছাড়াও বিশেষ ভিজিলেন্স টীমের সদস্যদের আকস্মিক পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে পোশাকধারী পুলিশের পাশাপাশি সাদা পোশাকের পুলিশও মোতায়েন থাকবে।

গৃহীত ব্যবস্থাবলী থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পরীক্ষায় নকল প্রবণতা ও অসদুপায় অবলম্বন মারাত্মক পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে। বলাই বাহুল্য, যে-কোনো পরীক্ষার ক্ষেত্রে নকল প্রবণতা ও অসৎ পন্থার আশ্রয় গ্রহণ এক অপ্রতিরোধ্য সমস্যায় পরিণত হয়েছে। এই সঙ্গে একথাও উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না যে, যেসব ব্যবস্থা এবারের এইচএসসি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে গ্রহণ করা হয়েছে। অনুরূপ ব্যবস্থা এর আগে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ক্ষেত্রে গ্রহণ করেও প্রত্যাশিত সুফল পাওয়া যায়নি। বিগত এসএসসি পরীক্ষার সময় এই একই ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে ঐ পরীক্ষায় দেশবাসী নকলের 'মহোৎসব' প্রত্যক্ষ করেছে। এসএসসি পরীক্ষায় নকল হয়েছে অবাধে এবং বেপরোয়াভাবে। নকলের সূত্রে ব্যাপক সন্ত্রাস, গোলাগুলী, বোমাবাজি, সংঘর্ষ এমনকি প্রাণহানির ঘটনাও ঘটেছে। ব্যবস্থা ঘোষণা ও সেই ব্যবস্থা যথাযথভাবে কার্যকর করার মধ্যে যে আকাশ-পাতাল ফারাক তা প্রতিবছর এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় প্রমাণিত হচ্ছে। গত এসএসসি পরীক্ষায় এ ক্ষেত্রে বলতে গেলে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে এইচএসসি পরীক্ষা কিভাবে অনুষ্ঠিত হবে এবং কি পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে তা নিয়ে দুর্ভাবনা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠার শেষ নেই। ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক ও শিক্ষকমণ্ডলী এবং দেশবাসী সুষ্ঠু, শৃঙ্খলাপূর্ণ ও নকলমুক্ত পরীক্ষাই প্রত্যাশা করে।

শিক্ষার্থীর জীবনে এইচএসসি পরীক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। এই পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থী শিক্ষা জীবনের সর্বোচ্চ ক্ষেত্রে প্রবেশ করার অধিকার লাভ করে। পছন্দমত উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের দ্বার এই পরীক্ষার মাধ্যমেই উন্মুক্ত হয়। কাজেই এ পরীক্ষা নকল ও দুর্নীতিমুক্তভাবে অনুষ্ঠিত হবে, এটাই কাম্য। নকল মেধা সৃষ্টি, লালন ও বিকাশের প্রধান প্রতিবন্ধক। পরীক্ষা হলো মেধা যাচাইয়ের একমাত্র উপায় এবং ভালো-মন্দের পার্থক্য নির্ণয়কারী। নকল এ ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে এবং প্রকৃত পক্ষে লেখাপড়াকে করে নিরুৎসাহিত। দেশ-জাতির উন্নয়ন অগ্রগতির জন্য মেধাবান ও আলোকিত নাগরিকের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। অথচ আমরা দীর্ঘদিন ধরে লক্ষ্য করছি, শিক্ষায়তনগুলোতে নানা কারণে বিদ্যা ও জ্ঞান চর্চা ব্যাহত হচ্ছে। পাশাপাশি পরীক্ষায় চলছে ব্যাপক নকলবাজি। ফলে জাতির ভবিষ্যৎ ক্রমশঃ অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে সরকার, রাজনৈতিক মহল, শিক্ষক ও অভিভাবক মহলের গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা দরকার। যে-কোনো মূল্যে লেখা-পড়ার হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে হবে। পরীক্ষায় নকল ও অসদুপায় অবলম্বন 'ডেড স্টপ' করতে হবে। পরিশেষে আমরা আশা করবো, এবারের এইচএসসি পরীক্ষা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলে এই নিশ্চয়তা প্রতিষ্ঠায় দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে।